ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বিদ্যমান গবেষণা ও গণমাধ্যমে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকসহ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য উঠে আসলেও নিয়োগের বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের সার্বিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার অভাব রয়েছে। টিআইবি'র কর্মক্ষেত্রের পাঁচটি খাতের মধ্যে শিক্ষাখাত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। এই খাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। ইতোমধ্যে টিআইবি 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসনে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' এবং 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি: স্বরূপ ও প্রতিকার' শীর্ষক দু'টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে টিআইবি 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক বর্তমান গবেষণা কাজটি পরিচালনা করে। এই গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা ও তা উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো -

১. সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা;
২. প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও প্রকৃতিসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
৩. প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশ প্রদান।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি কি কি?

উত্তর: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের প্রবেশদ্বার হিসেবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনা করে শুধু প্রভাষক নিয়োগের বিষয়টি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রভাষক নিয়োগ সম্পর্কিত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপ, নিয়োগ কমিটির গঠন কাঠামো, সদস্য নির্বাচন বা অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া, নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪. গবেষণার পরিধি কেন শুধু প্রভাষকের মধ্যে সীমিত রাখা হল?

উত্তর: গবেষণায় শুধু প্রভাষক নিয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের প্রবেশদ্বার হচ্ছে প্রভাষক এবং এই পদে সর্বোচ্চ সংখ্যক নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় কয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় মোট ১৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য গবেষণাভুক্ত ও গবেষণা বহির্ভূত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ৬: গবেষণার আওতাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে বাছাই করা হয়েছে?

উত্তর: বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের জন্য প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদন অনুসরণ করে কয়েকটি ধরনে যথা - সাধারণ (১৫টি), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (নয়টি), প্রকৌশল ও প্রযুক্তি (সাতটি), কৃষি (চারটি) ও চিকিৎসা (দুইটি) বিভক্ত করা হয়। এরপরে এই ধরন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভৌগলিক অবস্থান (কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়) ও প্রতিষ্ঠাকাল (নতুন-পুরাতন) ইত্যাদি বিবেচনা করে সাধারণ আটটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুইটি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি দুইটি, এবং একটি কৃষিসহ মোট ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে তৈরি। প্রত্যক্ষ তথ্যদাতারা হলেন: উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, সিন্ডিকেট সদস্য, বিভাগীয়/ইনস্টিটিউট প্রধান, শিক্ষক সমিতির নেতা, সাধারণ শিক্ষক, যথা - অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)'র চেয়ারম্যান, সদস্য, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থী, সাধারণ শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট গবেষক। প্রভাষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিসহ (বর্তমান ও সাবেক) বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ, দলের অনুসারী ও দল-নিরপেক্ষ শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তথ্যদাতা বাছাইকালে তথ্যদাতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক রাজনৈতিক মতাদর্শের বিষয়টির ভারসাম্য রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ তথ্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও গবেষণা সম্পর্কিত নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে ছিল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি-বিধান, যেমন - সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ, আইন ও বিধিমালা, প্রকাশিত বই, প্রবন্ধ, গবেষণা ও তদন্ত প্রতিবেদন, নথি, গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা রয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত গবেষণায় অনুসরণকৃত পদ্ধতি যেমন - একাধিক সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে 'ডাটা ট্রায়াঙ্গুলেশন' করে তথ্য যাচাই করা হয়। গবেষণার পরিধিভুক্ত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহকালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান এবং সাবেক পদে কর্মরত ছিলেন এমন শিক্ষকসহ অন্যান্য তথ্যদাতা হতে প্রাপ্ত তথ্যের মিল-অমিল, সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই করা হয়েছে। কখনও কখনও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার জন্য একই ব্যক্তির একাধিকবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য গবেষণাভুক্ত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের নিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ১০: সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো সাধারণীকরণ ও পরিমাপ করা হয়েছে কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা বিধায় প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা কোনো সাধারণীকরণ বা সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ করা হয় নি, তবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিদ্যমান অবস্থার একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

প্রশ্ন ১১: এই প্রতিবেদনটি কোন সময়ের তথ্য তুলে ধরেছে?

উত্তর: ২০০১ সাল থেকে নভেম্বর ২০১৬ সালের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আর ২০১৬ সালের জানুয়ারি হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১২: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয় এবং যেকেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।